Factors of changes of Caste system in India

ভারতের জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

ভারতের জাতিভেদ প্রথা সময়ের সাথে সাথে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকে, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। সমাজবিজ্ঞানী এম.এন. শ্রীনিবাস যেমন পর্যবেক্ষণ করেছেন, এই পরিবর্তনগুলো বোঝার জন্য ভারতীয় সমাজের একটি "পুস্তকি দৃষ্টিভঙ্গি" থেকে সরে এসে একটি "মাঠ পর্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি" গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তনশীল প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ভারতে জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তনের জন্য দায়ী কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. আধুনিক শিক্ষা:

ব্রিটিশদের দ্বারা দেশে প্রবর্তিত আধুনিক উদার শিক্ষা ভারতীয় সামাজিক জীবনে জাতির গুরুত্বকে হ্রাস করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আধুনিক শিক্ষা সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বের মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এটি যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণের মতো বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের উপরও প্রতিষ্ঠিত। তাই এটি খুবই স্বাভাবিক যে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে জাতির ঐশ্বরিক উৎপত্তি, কর্ম এবং কর্মফল সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস গুরুতর ধাক্কা খেয়েছে।

যেহেতু আধুনিক শিক্ষা সাধারণত সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়, তাই এটি আন্তঃজাতি বিবাহ এবং আন্তঃজাতি মেলামেশাকে উৎসাহিত করে। উপরন্তু, এটি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের দিকে একটি শক্তিশালী শক্তি হিসেবে কাজ করে।

২. শিল্পায়ন:

শিল্পায়নের প্রক্রিয়া জাতি কাঠামোর উপর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলেছে। শিল্পোন্নয়ন মানুষকে জীবিকার নতুন উৎস সরবরাহ করেছে এবং পেশাগত গতিশীলতা সম্ভব করেছে। কারখানা, কলকারখানা এবং অফিসগুলো কার্যকলাপে মুখরিত।

এই সবকিছুর মাঝে, বিভিন্ন জাতির মানুষ একজনের জাতি নিয়ে প্রশ্ন তোলাকে মধ্যযুগীয় বলে মনে করে। একটি কারখানায় একজন ব্রাহ্মণ একজন শূদ্রের পাশাপাশি কাজ করে। সে তার স্পর্শ বা ছায়া এড়াতে পারে না।

৩. নগরায়ন:

শিল্পায়ন নগরায়নের প্রক্রিয়াকে জন্ম দিয়েছে। নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছে। উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভের জন্য গ্রামবাসীরা এই শহরগুলিতে পাড়ি জমায়।

বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ, প্রেক্ষাগৃহ, ক্লাব এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সাথে সাথে খাদ্য ভাগাভাগির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নিষেধাজ্ঞা এবং কুসংস্কার মেনে চলা আর সম্ভব নয়। কিংসলে ডেভিস সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে শহরের বেনামী, ভিড়, গতিশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পরিবর্তনশীলতা জাতির কার্যক্রমকে কার্যত অসম্ভব করে তোলে।

৪. আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:

আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের স্থানিক গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক এবং এর মাধ্যমে জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটায়। ট্রেন, বাস, ট্রাম, বিমান ইত্যাদির মতো পরিবহন ব্যবস্থা জাতিভেদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারে না এবং সমাজে একটি সমতাকরণ প্রভাব নিয়ে এসেছে। কোনো পরিবহন কর্তৃপক্ষের পক্ষে শূদ্রদের বাদ দিয়ে ব্রাহ্মণদের জন্য আসন সংরক্ষণ করাটা অযৌক্তিক। ভ্রমণের সময়ও, নিম্নবর্ণের ব্যক্তিদের সাথে বসে খাবার খাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলেই একজনকে খাবার খেতে হবে।

৫. সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি:

জাতিভেদ প্রথায় সামাজিক প্রতিপত্তির ভিত্তি হিসেবে বংশপরিচয়কে গণ্য করা হতো। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক প্রতিপত্তির ভিত্তি হিসেবে বংশপরিচয়ের স্থান দখল করেছে সম্পদ। এখন পেশা আর জাতিভিত্তিক নয়। মানুষ পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্য কিছুর চেয়ে আয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

এই কারণেই উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেও একজন ব্যক্তি সমাজে নিম্ন অবস্থানে থাকতে পারে, অন্যদিকে নিম্নবর্ণের একজন ব্যক্তি প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়ায় সমাজের শীর্ষস্থানে জায়গা করে নিতে পারে। এই গুরুত্বের পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রচলিত সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

৬. নতুন আইনি ব্যবস্থা:

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন আইনি ব্যবস্থা ভারতের জাতিভেদ প্রথার উপর একটি মারাত্মক আঘাত হেনেছে। জাতি নির্বিশেষে আইনের চোখে সমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, নিম্নবর্ণের প্রতি বহু পুরোনো বৈষম্য দূর হয়েছে।

এছাড়াও, আদালত প্রতিষ্ঠার ফলে ঐতিহ্যবাহী জাতি পঞ্চায়েতগুলো অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা ও কার্যকারিতা হারিয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৯৫৫ সালের অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন এবং ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের মতো বেশ কয়েকটি আইন জাতিভেদ প্রথার কুফলগুলোকে বাতিল করেছে।

৭. সংস্কৃতায়ন:

শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে যে, “এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি নিম্ন হিন্দু জাতি বা উপজাতি বা অন্য কোনো গোষ্ঠী তাদের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, আদর্শ এবং জীবনধারাকে একটি উচ্চ এবং প্রায়শই ‘দ্বিজ’ বর্ণের দিকে পরিবর্তন করে।” নিম্নবর্ণের সদস্যরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী আদর্শ ও আচরণের ধরণ ত্যাগ করে উচ্চবর্ণের আদর্শ ও মান গ্রহণ করে।

জাতিভেদ প্রথা একটি বদ্ধ ব্যবস্থা হওয়ায়, সংস্কৃতায়ন কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটায় না। এটি কেবল অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়। সুতরাং, সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে নিম্নবর্ণের লোকেরা একটি নির্দিষ্ট বর্ণের মধ্যে ‘জাতি’-র স্তরে কিছুটা উপরের দিকে উঠে আসে।

৮. পশ্চিমাভাবাপন্নতা:

‘পশ্চিমাভাবাপন্নতা’ শব্দটি শ্রীনিবাস ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতীয় সমাজে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলিকে বোঝানোর জন্য তৈরি করেছিলেন। শিক্ষা, সমতা, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং সর্বোপরি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও বিষয়গুলির প্রতি একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের মাধ্যমে, পশ্চিমাভাবাপন্নতা জাতিভেদ প্রথার প্রভাবকে দুর্বল করতে অনেক দূর এগিয়েছে।

এটি বাল্যবিবাহ, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, সহভোজন, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির মতো প্রথাগুলিতে গুরুতর আঘাত হেনেছে। পশ্চিমাভাবাপন্নতার প্রভাব আন্তঃবর্ণ বিবাহ, আন্তঃগোষ্ঠী বিবাহ, আন্তঃধর্মীয় বিবাহ, পেশাগত পরিবর্তন ইত্যাদির রূপে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এইভাবে পশ্চিমাভাবাপন্নতা ভারতীয় সমাজে গভীর পরিবর্তন এনেছে।

৯. ধর্মনিরপেক্ষতা:

জাতিভেদ প্রথাকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার ভূমিকা অপরিসীম। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এবং আনুষ্ঠানিক আইনি মতবাদকে বৈধতা দিয়ে এবং যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বিভেদকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে, ধর্মনিরপেক্ষতা জাতিভেদ প্রথার কিছু বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা, সহভোজন, পেশার স্থিরতা ইত্যাদি।

১০. সমাজতান্ত্রিক ধারণা:

জাতিভেদ প্রথা উচ্চ জন্ম ও নিম্ন জন্মের ধারণার উপর ভিত্তি করে গঠিত। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রীরা বলেন, "মানুষের মধ্যে পার্থক্য সমাজ দ্বারা সৃষ্ট; তাই সমাজই কেবল তা দূর করতে পারে।" এই ধরনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার ফলে জাতিভেদ প্রথা ভেঙে যাচ্ছে।

১১. নতুন সামাজিক আন্দোলন:

কিছু সামাজিক আন্দোলনও জাতিভেদ প্রথার উপর আঘাত হেনেছে। রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন জাতিগত বিভেদের বাধা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মানুষের সর্বজনীনতা ও ভ্রাতৃত্বের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। বিচারপতি রানাডের সমর্থিত প্রার্থনা সমাজ আন্দোলন আন্তঃবর্ণ বিবাহ, সহভোজন এবং বিধবা বিবাহ ইত্যাদির মতো কিছু সামাজিক সংস্কার সাধন করেছিল।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ আন্দোলন এবং রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন জন্মের ভিত্তিতে বংশানুক্রমিক জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল এবং এর বিলুপ্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে এই সমস্ত সামাজিক আন্দোলন জাতিভেদ প্রথার কিছু কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করতে যথেষ্ট পরিমাণে সফল হয়েছিল।

১২. নতুন সামাজিক শ্রেণীর উত্থান:

শিল্পায়ন নতুন সামাজিক শ্রেণীর উত্থান ঘটিয়েছে। এই সামাজিক শ্রেণীগুলো ঐতিহ্যবাহী জাতিগুলোর স্থান নিচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন, বণিক সমিতি এবং রাজনৈতিক দলগুলো পুরানো জাতিগত আনুগত্যের জায়গা নিচ্ছে। শ্রেণী সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে জাতি সচেতনতা হ্রাস পায়।

১৩. ভারতীয় সংবিধানের প্রভাব:

ভারতীয় সংবিধান জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গ নির্বিশেষে নাগরিকদের কিছু মৌলিক অধিকার প্রদান করে। এটি সকলকে সমান সুযোগ দেয়। যে সংবিধান সকল নাগরিককে সমান ঘোষণা করে, তা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থার উপর সরাসরি আঘাত হানে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্তির পথে।

সংক্ষেপে, এই কারণগুলো জাতিভেদ প্রথাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এই প্রথাটি ভারতীয় সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এমনটা অত্যন্ত অসম্ভাব্য। এটি আধুনিক সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন রূপ ধারণ করতে পারে এবং নতুন কার্য সম্পাদন করতে পারে।